বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, ছিল বালি আর মাটি

কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, মাটি আর বালি দিয়ে ভরা ছিল গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে উদ্ধার কিশোর গ্যাং এর নামে রাখা সেই বোমার ভিতর।

গাংনী থানা পুলিশের বোমা বিস্ফোরক অভিজ্ঞ টিম বোমাটি নিস্ক্রিয় করার পরে সেটাই মিললো কসটেপ মোড়ানো সেই কৌটা থেকে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এমনটিই জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গভীর রাতে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়িতে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি নিস্ক্রিয় করা হয়। এসময় দেখা যায় ওই বস্তুটির ভিতরে বালি ও কাঁদায় ভরা। কৌটার উপরে লাল টেপ মোড়ানো।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালের দিকে বামন্দী বাজার থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নেন। বোমার গায়ে লেখা ছিল “সাবধান কিশোর গ্যাং”।

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বোমা সাদৃশ্য ২টি বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ০২ নম্বর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রোববার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের গ্রিলের পাশ থেকে এ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়।
৪ নম্বর ওয়ার্ড রামদেবপুর গ্রামের চৌকিদার মনিরুল ইসলামের নিকট

থেকে জানা গেছে, রোববার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের ভেতরের অংশে গ্রিলের পাশে একটি টিস্যু শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে জড়ানো দুটি বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি এ বিষয়টি স্থানীয় লোকজন ও তার কর্মকর্তাকে জানান। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম বস্তু দুটিকে উদ্ধার করে বালতির পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।
তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জানান, লাল টেপ দিয়ে জড়ানো দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে বিষয়টি তিনি শুনেছেন। কে বা কাহারা এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আপনি মনে করেন? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কে বা কাহারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা তিনি জানেন না। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে ভয়-ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে কেহ এ ধরনের কাজ করতে পারে বলে যে তিনি প্রাথমিকভাবে ধারনা করছেন।
এ বিষয়ে গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের পিছন দিক থেকে লাল টিপ দিয়ে জড়ানো বোমা সদৃশ দুইটা বস্তু কে বা কাহারা রেখে গেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে বস্তুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবে কে বা কাহারা কি উদ্দেশ্যে এটা রেখে গেছে প্রাথমিকভাবে তার কারণ জানা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনা তদন্তে পুলিশ মাঠে রয়েছেন।

গাংনীতে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ গ্রাম থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের এসআই জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

এসআই জহির রায়হান জানান,কাষ্টদহ গ্রামে একটি বোমা পড়ে আছে- এমন সংবাদ পেয়ে পানি ও বালি ভর্তি বালতিতে করে সেটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে বস্তুটি পরীক্ষার পর বলা যাবে সেটি বোমা নাকি অন্য কিছু।

অবশেষে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে বোমাটি

মেহেরপুর জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা সার্কিটযুক্তযুক্ত বোমাটি দুইদিন ধরে পুরিশ ঘিরে রাখার পর আজ শনিবার সকালে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি দল মেহেরপুর আসে।

পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের অপর একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ৮টার দিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের তদন্ত দল কাজ শুরু করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এসময় বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

তবে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি বোমা ছিল না। সার্কিটের সঙ্গে ডিভাইস থাকায় নেগেটিভ-পজেটিভ এক হওয়ায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই কে কারা এ কাজ করেছে। ডিভাইসযুক্ত সার্কিটের ভেতর বালু ছিল।

তিনি আরও জানান, খুলনা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, তিনি পথে আছেন। এ বিষয়ে ১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান ফটকের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে

ডিভাইসযুক্ত বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে থানা পুলিশ ওই দিন থেকেই ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। এর মধ্যে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল খুলনা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে তাদের কাছে এ ধরনের বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোনো যন্ত্র না থাকায় তারা ফিরে যান। পরে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে বোমার ব্যাগটির পাশেই আনসারুল্লাহ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সেই চিরকুটের কারণেই এলাকাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।